ইউনিট
৫

দেব-দেবী, পূজা এবং ব্রতকথা

ভূমিকা

হিন্দুধর্মে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো আকার নেই। তিনি যখন নিজের গুণ বা ক্ষমতাকে আকার দান করেন, তখন তাঁকে দেবতা বলে। 'দিব্' ধাতু থেকে দেব, দেবী বা দেবতা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। দিব্ + অচ্ = দেব। স্ত্রীলিঙ্গে দেবী। দিব্ ধাতুর অর্থ প্রকাশ পাওয়া। তাই যিনি প্রকাশ পান তিনি দেবতা। ঈশ্বর যে রূপে সৃষ্টি করেন তাঁর নাম ব্রহ্মা। যে রূপে পালন করেন তাঁর নাম বিষ্ণু। যে রূপে ধ্বংস করেন তাঁর নাম শিব। দুর্গা শক্তির দেবী, সরস্বতী বিদ্যার দেবী, লক্ষ্মী ধনের দেবী। এরকম আরও অনেক দেব-দেবী আছে। পূজা করলে ও ব্রত পালন করলে দেবতারা খুশি হন। মানুষ পূজা ও ব্রত পালনের মাধ্যমে দেবতার কৃপা লাভ করে। দেবতাদের পূজা ও ব্রত করলে ঈশ্বর তা গ্রহণ করেন এবং তিনি খুশি হন। এ ইউনিটে দেব-দেবীর পরিচয়, বৈদিক-পৌরাণিক-লৌকিক দেব-দেবী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর বর্ণনা, দেব-দেবীর পূজা এবং ব্রতকথা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৫.১ : দেব-দেবীর পরিচয় ও বৈদিক দেব-দেবী
পাঠ ৫.২ : পৌরাণিক ও লৌকিক দেব-দেবী
পাঠ ৫.৩ : ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব
পাঠ ৫.৪ : দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী
পাঠ ৫.৫ : পূজা এবং ব্রতকথা

পাঠ-৫.১ দেব-দেবীর পরিচয় ও বৈদিক দেব-দেবী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দেবতা কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- দেব-দেবীর পরিচয় দিতে পারবেন।
- বেদ ও পুরাণে বর্ণিত দেব-দেবী সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বৈদিক দেব-দেবীর পরিচয় দিতে পারবেন।
- বৈদিক দেব-দেবীর শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বৈদিক দেব-দেবীর অবস্থান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key ords)	নিরাকার, রূপ, সীমাহীন, প্রশংসিত, অভীষ্ট, দাতা, দীপ্তি, অব্যক্ত, অদৃশ্য, অখন্ড, চিরন্তন, বৈদিক, হোমানল, প্রজ্বলিত, অর্পণ, বিশ্বব্রহ্মান্ড, যাগকর্ম, বৃহৎ যজ্ঞ, অন্তরীক্ষ, চিত্তাকর্ষক, স্ফুলিঙ্গবর্ণ, পিঙ্গল, দন্তপঙ্‌ক্তি, সুবর্ণভাস্বর, চিবুক ইত্যাদি।

দেব-দেবীর পরিচয় :

ঈশ্বর নিরাকার হলেও তিনি যে-কোনো রূপ ধারণ করতে পারেন। ঈশ্বরের ক্ষমতা সীমাহীন। সীমাহীন তাঁর গুণ। ঈশ্বর যখন নিজের গুণ বা ক্ষমতাকে আকার দান করেন, তখন তাঁকে দেবতা বলে। যেমন – ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেব-দেবী। দেবতারা স্তুত বা প্রশংসিত হয়ে অভীষ্ট পূরণ করেন, তাই তাঁরা দাতা। আবার নিজে দীপ্তি পান এবং অন্যকে সেই দীপ্তি দ্বারা প্রকাশ করেন বলেও তিনি দেবতা। বিভিন্ন নামে বা রূপে ব্যক্ত হলেও দেবতারা এক অব্যক্ত, অদৃশ্য পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে, 'একং সদ্‌বিপ্রাঃ বহুধা বদন্ড়ি'। অর্থাৎ এক, অখন্ড ও চিরন্তনন ব্রহ্মকে বিপ্রগণ বা জ্ঞানীরা বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। দেবতাদের করুণা লাভের জন্য পূজা করা হয়। পূজা করলে দেবতারা খুশি হন। মানুষ দেবতাদের কৃপা লাভ করে অন্তরে সুখ ও শান্ড়ি পায়।

দেব-দেবীর পূজা বিভিন্ন সময়ে করা হয়। কোনো দেব-দেবীর পূজা প্রতিদিনই করা হয়। যেমন – বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী প্রভৃতি। আবার বিশেষ বিশেষ তিথিতে কোনো কোনো দেব-দেবীর পূজা করা হয়। যেমন – ব্রহ্মা, কার্তিক, সরস্বতী প্রভৃতি।

আমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদের ওপর ভিত্তি করে পুরাণ নামক ধর্মগ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে। বেদ ও পুরাণে বিভিন্ন দেব-দেবীর রূপ, শক্তি, প্রভাব, সামাজিক গুরুত্ব এবং পূজা-প্রণালী বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া আরও কিছু দেবতা রয়েছেন, যাঁদের কথা বেদ ও পুরাণে নেই।

কিন্তু ভক্তগণ যুগ যুগ ধরে পূজা করে আসছেন। এভাবে আমরা তিন প্রকার দেবতার পরিচয় পাই। যথা – ১. বৈদিক দেবতা, ২.পৌরাণিক দেবতা ও ৩. লৌকিক দেবতা

বৈদিক দেব-দেবী :

বেদে যে সমস্ত দেবতার কথা বলা হয়েছে তাকে বৈদিক দেবতা বলে। যেমন – অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, রুদ্র, বরুণ, বায়ু, সোম প্রভৃতি। বৈদিক দেবী হিসেবে সরস্বতী, ঊষা, অদিতি, রাত্রী প্রভৃতি। বৈদিক দেবতাদের কোনো মূর্তি ছিল না। দেবতাদের শরীর ছিল মন্ত্রময়। হোমানল প্রজ্বলিত করে বা অগ্নির মাধ্যমে দেবতাদের আহ্বান করা হতো। প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে বিভিন্ন

দেবতার উদ্দেশ্যে ঘৃত, পিঠা, পায়েস, মাংস প্রভৃতি অর্পণ করা হতো। বিশ্বব্রহ্মান্ডের কার্যাবলিকে এক বৃহৎ যজ্ঞ বলে মনে করতেন বৈদিক ঋষিরা। তাই তাঁদের যাগকর্ম বিশ্বযজ্ঞের প্রতীক হয়ে উঠত।

অগ্নি প্রজ্বলিত করে, বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে, শ্রদ্ধা জানানো, তাঁদের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করাকেই যজ্ঞ বলে। বৈদিক যুগের উপাসনা ছিল যজ্ঞ ভিত্তিক। বৈদিক মন্ত্রে দেবতাদের রূপ ও ক্ষমতার বর্ণনা করা হতো।

বেদে দেবতাদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা –

ক) স্বর্গের দেবতা

খ) অন্ড়রীক্ষ লোকের দেবতা

গ) মর্ত্য লোকের দেবতা

ক) স্বর্গের দেবতা

যে দেবতারা স্বর্গলোকে অবস্থান করেন তাঁরা স্বর্গের দেবতা। যেমন – সূর্য, যম, বরুণ প্রভৃতি। স্বর্গের দেবতাদের ক্ষমতা অসীম। তাঁরা মর্ত্যলোকে বা পৃথিবীতে আসেন না।

খ) অন্ড়রীক্ষ লোকের দেবতা

স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝামাঝি যে দেবতারা অবস্থান করেন তাঁরা অন্তরীক্ষ লোকের দেবতা। অন্তরীক্ষ লোকের দেবতারা মর্ত্যে আসেন কিন্তু থাকেন না। যেমন – ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি।

গ) মর্ত্য লোকের দেবতা

মর্ত্য লোকে বা পৃথিবীতে যে দেবতারা অবস্থান করেন তাঁরা মর্ত্য লোকের দেবতা। মর্ত্য লোকের বা পৃথিবীর দেবতারা পৃথিবীতে আসেন-থাকেন। আমরা তাঁদের দেখতে পাই। যেমন – অগ্নি। অগ্নিকে আমরা দেখতে পাই পৃথিবীতেও অবস্থান করেন। অগ্নিদেব পৃথিবীতে অবস্থান করেন বলে অগ্নি প্রজ্বলিত করে সেই অগ্নিতে ঘৃত, পিঠা, পায়েস, মাংস প্রভৃতি ভালো ভালো জিনিস অগ্নির মাধ্যমে উৎসর্গ করে আহ্বান জানানো হয়। অগ্নির মাধ্যমে আহূত আমাদের দেওয়া দ্রব্যাদি দেবতাদের কাছে পৌঁছে যায়।

বৈদিক দেবতাদের বর্ণনা খুবই চিত্তাকর্ষক। আমরা এখানে সংক্ষেপে অগ্নি দেব এবং উষা দেবীর বর্ণনা দিচ্ছি।

অগ্নি

ঋগ্বেদের প্রধান দেবতাদের অন্যতম অগ্নি। অগ্নি দেবতাদের মুখ। অগ্নিমুখে দেবতাগণ ভোজন করেন। এর অর্থ হলো, অগ্নির মাধ্যমে দেবতাদের কাছে দ্রব্যাদি উৎসর্গ করা হয়। অগ্নিকে অন্যান্য বৈদিক দেবতাদের দূতও বলা হয়েছে। কারণ তিনি দেবতাদের কাছে যজ্ঞকারীর প্রদত্ত দ্রব্য পৌঁছে দেন। অগ্নিই যজ্ঞের অবলম্বন। সেজন্য অগ্নিকে বলা হয়েছে ঋত্বিক, পুরোহিত ও হোতা। বৈদিক দেবতাদের কোনো বিগ্রহ ছিল না। তবে বেদে শরীরধারীর মতো করে অগ্নির বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশ ঘৃতবর্ণ, কেশরাশি স্ফুলিঙ্গবর্ণ, শ্মশ্রু পিঙ্গল বর্ণ এবং দন্তপঙ্‌ক্তি সুবর্ণভাস্বর, চিবুক সুগঠিত ও উন্নত। বৈদিক আর্যগণ গৃহে সর্বদা অগ্নি রক্ষা করতেন। সেজন্য অগ্নিকে গৃহপতিও বলা হয়।

ঊষা

বেদে দেবতাদের চেয়ে দেবীদের সংখ্যা কম। এই কমসংখ্যক দেবীর মধ্যে ঊষা অতুলনীয় হয়ে বিরাজ করছেন। সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পূর্বাকাশের কোণে যে মনোমুগ্ধকর অরুণ বর্ণ দেখা যায়, তাকেই বলা হয়েছে ঊষা। সেই ক্ষণটিকে বলা হয়েছে ঊষাকাল। আর ঊষা কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন ঊষা।

ঊষা দেবী রাতের অন্ধকার দূর করে আলোকোজ্জ্বল জগতের সন্ধান দেন। তাঁর আগমনে জীবজগৎ কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। মায়ের মতো তিনি সবাইকে লালন-পালন করেন। ঊষাকালে আমরা ঘুম থেকে উঠে সারাদিন ভালোভাবে চলার পণ করি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	• আমরা দেব-দেবীর পূজা করি কেন ? • আমরা দেখতে পাই এমন একজন দেবতা সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ :

ঈশ্বরের ক্ষমতা সীমাহীন। সীমাহীন তাঁর গুণ। ঈশ্বর যখন নিজের গুণ বা ক্ষমতাকে আকার দান করেন, তখন তাঁকে দেবতা বলে। যেমন – ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেব-দেবী। বেদ ও পুরাণে বিভিন্ন দেব-দেবীর রূপ, শক্তি, প্রভাব, সামাজিক গুরুত্ব এবং পূজা-প্রণালী বর্ণনা করা হয়েছে।
বেদে যে সমস্ত দেবতার কথা বলা হয়েছে তাঁকে বৈদিক দেবতা বলে। অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, রুদ্র, রুদ্র, বরুণ, বায়ু, সোম প্রভৃতি। বৈদিক দেবী হিসেবে সরস্বতী, ঊষা, অদিতি, রাত্রি প্রভৃতি। বৈদিক দেবতাদের কোনো মূর্তি ছিল না।

পাঠ-৫.২ পৌরাণিক ও লৌকিক দেব-দেবী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পৌরাণিক দেব-দেবীর পরিচয় দিতে পারবেন।
- লৌকিক দেব-দেবীর পরিচয় দিতে পারবেন।
- শীতলা দেবীর পূজা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	বিগ্রহ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী, ঘনশ্যাম, ধ্যানানুসারী, অঞ্জলি, নৈবেদ্য, তিথি, পূজামন্ডপ ইত্যাদি।

পৌরাণিক দেবতা :

পুরাণে যে সমস্ত দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁদের পৌরাণিক দেবতা বলা হয়। যেমন – ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী প্রভৃতি। পুরাণে বৈদিক দেবতাদের অনেকের রূপের পরিবর্তন ঘটেছে অনেক নতুন দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে। তাই অনেক দেবতাদের বিগ্রহ বা মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে। প্রচলিত হয়েছে দেবতাদের পূজা করার পদ্ধতি ও বিধিবিধান। ধ্যানলব্ধ দেবতারা পেয়েছেন ধ্যানানুসারী মূর্তি। বেদের বিষ্ণুকে দেখি পুরাণে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ঘনশ্যাম বিষ্ণুরূপে। এছাড়াও সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতার উল্লেখ পুরাণে রয়েছে।
মন্ত্রে যেভাবে দেব-দেবীর বর্ণনা করা হয়েছে, সেভাবে তাঁদের মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে। পৌরাণিক যুগে মন্দির নির্মাণ করে তাতে দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপন করে পূজা করার পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। পত্র-পুষ্পের অঞ্জলি দিয়ে নৈবেদ্য বা ভোগ সাজিয়ে বাজনা বাজিয়ে ঘটা করে পৌরাণিক দেবীর পূজা করা হয়।
কোনো কোনো দেব-দেবীর পূজা প্রতিদিনই করা হয়। যেমন – শিব, লক্ষ্মী প্রভৃতি। আবার কোনো কোনো দেব-দেবীর পূজা বিশেষ বিশেষ তিথিতে করা হয়। যেমন – ব্রহ্মা, দুর্গা, কার্তিক, সরস্বতী প্রভৃতি।
তবে প্রতিদিন যে সকল দেব-দেবীর পূজা করা হয় বিশেষ বিশেষ তিথিতেও তাঁদের অনেকের পূজা করা হয়। যেমন – বিষ্ণু বা নারায়ণ, শিবসহ কতিপয় দেবতা।

লৌকিক দেবতা

বেদে ও পুরাণে যে সমস্ত দেবতার কথা বলা হয়নি, কিন্তু ভক্তগণ তাঁদের পূজা করেন, তাঁদের বলা হয় লৌকিক দেবতা। যেমন – মনসা, শীতলা, ক্ষেত্রদেবতা, দক্ষিণায় প্রভৃতি। পরবর্তীকালে মনসা দেবীসহ আরও অনেক লৌকিক দেবতা পুরাণেও অন্ড়র্ভুক্ত হয়েছে।

লৌকিক দেবতাদের বর্ণনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা এখানে সংক্ষেপে শীতলা দেবীর বর্ণনা দিচ্ছি।

শীতলা দেবীর পরিচয়

শীতলা একজন লৌকিক দেবী। তিনি বসন্ড় রোগের দেবী। তিনি বসন্ত রোগের দগ্ধতা নিবারণ করে শীতল করেন তাই তার নাম শীতলা। বিভিন্ন চর্ম রোগ ও বসন্ড় রোগ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে শীতলাপূজা করা হয়। শীতলার অনেক নাম; যেমন – জাগরণী, করুণাময়ী, দয়াময়ী প্রভৃতি।

শীতলার রূপ

শীতলা দেবী হিসেবে কুমারী। তাঁর গায়ের বর্ণ সাদা। মাথায় কুলাকৃতির মুকুট। গর্দভ তাঁর বাহন। তিনি দুহাত বিশিষ্ট। দুহাতে রয়েছে পূর্ণকুম্ভ ও সম্মার্জনী। কখনও তিনি নিমের পাতা বহন করে থাকেন।

শীতলাপূজার সময়

সাধারণত শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে শীতলা দেবীর পূজা করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে শীতলা দেবীর পূজা করা হয়। তবে ব্যক্তিগত পর্যায়েও শীতলা দেবীর পূজা করা হয়ে থাকে। স্থায়ী পূজামন্ডপে অথবা শীতলাপূজার নির্দিষ্ট স্থানে পুরোহিতের মাধ্যমে পূজা করা হয়।

শীতলাপূজার প্রণামমন্ত্রঃ

ওঁ নমামি শীতলং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্ড়কাম্।।

সরলার্থ : গর্দভ বাহন মার্জনী ও কলস ধ্রিয়মাণ –বিপদহন্তা শীতলা দেবীকে প্রণাম করি।

শীতলার মাহাত্ম্য

শীতলা দেবী হাতের সম্মার্জনীর মাধ্যমে পবিত্র-অমৃতময় শীতল জল ছিটিয়ে রোগ-শোক-তাপ দূর করেন। নিমের পাতার পরশ বুলিয়ে বসন্ড় রোগ দূর করেন। বসন্ত রোগ দূর করে শীতল করেন বলে তিনি সকলের কাছে সমাদৃত। অপরদিকে শীতলা দেবীকে স্বাস্থ্যবিধি পালন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দেবী বলা হয়। শীতলাপূজার মাধ্যমে আমরা সুস্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সচেতন হতে পারি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	• **সামাজিক জীবনে শীতলা দেবীর প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করুন।**

সারসংক্ষেপ :

পুরাণে যে সমস্ড় দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁদের পৌরাণিক দেবতা বলা হয়। যেমন – ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী প্রভৃতি। বেদে ও পুরাণে যে সমস্ত দেবতার কথা বলা হয়নি, কিন্তু ভক্তগণ তাঁদের পূজা করেন, তাঁদের বলা হয় লৌকিক দেবতা। যেমন – মনসা, শীতলা, ক্ষেত্রদেবতা, দক্ষিণায় প্রভৃতি। পত্র-পুষ্পের অঞ্জলি দিয়ে নৈবেদ্য বা ভোগ সাজিয়ে বাজনা বাজিয়ে ঘটা করে পৌরাণিক দেবতার পূজা করা হয়। সার্বজনীনভাবে ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে লৌকিক দেব–দেবীর পূজা করা হয়ে থাকে। স্থায়ী পূজামন্ডপে অথবা পূজার নির্দিষ্ট স্থানে পুরোহিতের মাধ্যমে লৌকিক দেব–দেবীর পূজা করা হয়।

পাঠ-৫.৩ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্রহ্মার পরিচয় দিতে পারবেন।
- ব্রহ্মার রূপের বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিষ্ণুর রূপের বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিষ্ণুর প্রণামমন্ত্র বলতে পারবেন।
- শিবের রূপের বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	ব্রহ্মান্ড, অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য, অযোনিসম্ভব, জগন্নাথ, জনক, বিষ্ণু, নারায়ণ, উমাপতি, সাবিত্রীপতি, বিরূপাক্ষ, স্কন্দ-সেনাপতি, চতুর্মুখ, পরমেষ্ঠী, হিরণ্যগর্ভ, স্বয়ম্ভূ, পরমেষ্ঠী, স্থাণু, সম্মিলিত, স্থিতি, প্রতিপালক, পার্থিব, চিরতরুণ, ত্রিমূর্তি, ত্রিনাথ, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, ত্রিবিক্রম, শঙ্খ, পাঞ্চজন্য, চক্র, সুদর্শন, অত্যুজ্জ্বল, সংহার, দুষ্ট, দমন, শিষ্ট, নাট্যশাস্ত্র, নৃত্যশাস্ত্র, রুদ্র, ত্রিপুরারি, ভোলানাথ, বৈদ্যনাথ, নীলকণ্ঠ, আশুতোষ, মন্থন, শৈব ইত্যাদি ।

ব্রহ্মা

ঈশ্বর যে রূপে সৃষ্টি করেন তাঁর নাম ব্রহ্মা। ব্রহ্মা থেকেই ব্রহ্মান্ড হয়েছে। মহাভারতে বলা হয়েছে – ব্রহ্মা সকল প্রাণীর নমস্য, তাঁকে অনেক নামে ডাকা হয়েছে। যেমন – অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য, সকলের প্রাণ, অযোনিসম্ভব, জগন্নাথ, বেদের জনক, বিষ্ণু, নারায়ণ, উমাপতি, সাবিত্রীপতি, বিরূপাক্ষ, স্কন্দ-সেনাপতি। ধর্মসূত্রে ব্রহ্মার পাঁচটি নাম। যেমন – ব্রহ্মা, চতুর্মুখ, পরমেষ্ঠী, হিরণ্যগর্ভ ও স্বয়ম্ভূ। গৃহ্যসূত্রে ব্রহ্মার ছয়টি নাম যেমন – ব্রহ্মা, প্রজাপতি, পরমেষ্ঠী, স্থাণু, শিব, শর্ব। ব্রহ্মা সম্পূর্ণ পৌরাণিক দেবতা হলেও বিভিন্ন বৈদিক দেবতার গুণ-কর্ম সম্মিলিত হয়ে ব্রহ্মার আবির্ভাব ঘটেছে।

ব্রহ্মার রূপ

ব্রহ্মা পূর্বে নিরাকার ছিলেন। পরে আবির্ভূত হলেন। পদ্মপুরাণে ব্রহ্মার স্রষ্টৃত্বে ব্রহ্মাকে সূর্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। দেবতাদের স্বরূপ বিচারে ব্রহ্মা সূর্যাগ্নির রূপভেদ। তিনি বিমল, স্বর্ণময়, সুন্দর, অগ্নিজ্বলিত শিখার মতো উজ্জ্বল। সর্বময় মুখবিশিষ্ট। তাঁর মুখে অগ্নি, দাঁতে যজ্ঞ, রোমরাজি তৃণের মতো। তাঁর দীপ্তি জগৎ সংসারে ব্যাপৃত।

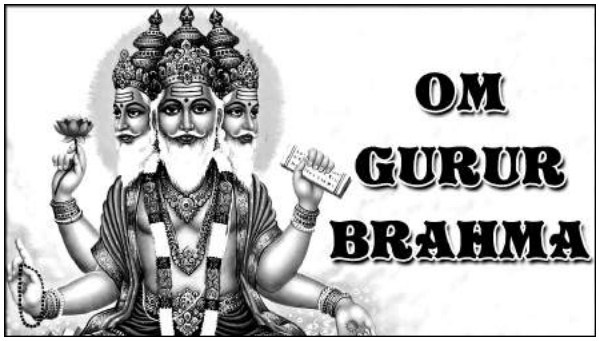

ছবি : ব্রহ্মা

ব্রহ্মাপূজার সময়

ব্রহ্মাপূজা প্রাত্যহিক পূজা নয়। বিশেষ দিনে বার-তিথি-নক্ষত্র অনুসারে ব্রহ্মাপূজা করা হয়। বার-তিথি-নক্ষত্র অনুসারে ব্রহ্মা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে অবস্থান করেন। যেদিন মর্ত্যে অবস্থান করেন সেদিন ব্রহ্মাপূজা করা হয়।

ব্রহ্মার মাহাত্ম্য

তিনি এই পৃথিবী ও পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে আকাশ, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, নদ-নদী, মেঘ-শিশির, প্রাণিবর্গ প্রভৃতি। সৃষ্টি ছাড়াও ব্রহ্মা নাট্যশাস্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের উদ্ভাবক। ব্রহ্মাকে ধাতা বা বিধাতা, সৃষ্টিকর্তা বলা হয়। তিনি দেবতাদের গুরু। সকল দেবসত্তা ব্রহ্মাতেই একাকার হয়ে গেছে। কেননা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিনে এক, একে তিন। ব্রহ্মার স্বরূপ দিবালোকের মতোই ভাস্বর। ব্রহ্মা দেবতা-দানব-মানবের গুরু-স্রষ্টা-পিতামহ।

ব্রহ্মা সৃষ্টি বিস্তারের জন্য প্রথমে তাঁর মানসপুত্র ঋষিদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ঋষিরা বংশবিস্তারে মনোযোগ দিলেন না। তখন ব্রহ্মা প্রথম নারী ও পুরষের সৃষ্টি করলেন। প্রথম সৃষ্টি পুরুষের নাম স্বায়ম্ভুব মনু আর নারীর নাম শতরূপা। মনুর সন্তান বলে আমরা মানব নামে পরিচিত।

বিষ্ণু পুরাণ মতে ব্রহ্মাই নারায়ণ। তিনি মৎস্যাদি অবতাররূপ পরিগ্রহ করেছিলেন। বরাহ অবতারও তাঁরই। রামায়ণে ব্রহ্মাই বরাহমূর্তি পরিগ্রহ করে জগৎকে রক্ষা করেছেন।

বিষ্ণু

ঈশ্বর যে রূপে সৃষ্টিকে পালন করেন তাঁর নাম বিষ্ণু। অপরদিকে বিশ্বকে পালন করার শক্তিই বিষ্ণু। বিষ্ণু সৃষ্টির স্থিতি প্রতিপালকের দেবতা। বিশ্বকে প্রকাশ করে বিরাজ করেন বলে তাঁর নাম বিষ্ণু। এই বিশ্বে যা কিছু আছে বিষ্ণু তা পালন করেন, রক্ষা করেন। বেদে বিষ্ণু দেবতার উল্লেখ আছে। বেদে বলা হয়েছে, বিষ্ণু পার্থিব লোক পরিমাপ করেছেন। বিশাল তাঁর শরীর, তিনি চিরতরুণ। পুরাণে বলা হয়েছে বিষ্ণু সৃষ্টির পালক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব পৌরাণিক দেবতাদের মধ্যে প্রধান। এই তিনজন দেবতাকে একত্রে ত্রিমূর্তি বা ত্রিনাথ বলা হয়। সুতরাং এই বিষ্ণু ত্রিমূর্তির অন্যতম। বিষ্ণুর অনেক নাম। যেমন – নারায়ণ, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, ত্রিবিক্রম প্রভৃতি।

ছবি : বিষ্ণু

বিষ্ণুর রূপ

বিষ্ণুর গায়ের রং চাঁদের আলোর মতো। তাঁর চারটি হাত। চার হাতে চারটি দ্রব্য থাকে। ওপরের দিককার বাঁ হাতে থাকে বিষ্ণুর শঙ্খ। এই শঙ্খের নাম 'পাঞ্চজন্য'। ওপরের দিককার ডান হাতে থাকে বিষ্ণুর চক্র। এই চক্রের নাম 'সুদর্শন'। তাঁর নিচের দিকের বাঁ হাতে থাকে গদা এবং ডান হাতে থাকে পদ্ম। বিষ্ণুর বাহন গরুড় পাখি। বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন।

বিষ্ণুপূজার সময়

বিষ্ণু পঞ্চ দেবতার মধ্যে অন্যতম। সকল দেবতার পূজা করার সময় বিষ্ণুর পূজা করা হয়। বিষ্ণুপূজার কোনো নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ নেই। যে-কোনো দিনে যে-কোনো সময়ে বিষ্ণুপূজা করা যায়।

বিষ্ণুর প্রণাম মন্ত্র

বিষ্ণুর প্রণাম মন্ত্র হলো –

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

অর্থাৎ – ব্রহ্মণ্যদেবকে নমস্কার। গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী এবং জগতের মঙ্গলকারী কৃষ্ণকে – গোবিন্দকে নমস্কার।

বিষ্ণু বিভিন্ন অবতাররূপে পৃথিবীতে এসে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করে ধর্ম স্থাপন করেছেন। পুরাণে তাঁর নানা অবতারের কথা বলা হয়েছে। যেমন – মৎস্য অবতার, কূর্ম অবতার, নৃসিংহ অবতার, পরশুরাম অবতার, রাম অবতার প্রভৃতি।

বিষ্ণুর মাহাত্ম্য

বিষ্ণু মধু, কৈটভ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যদের বধ করেছেন। কৃষ্ণরূপে তাঁর কৃতিত্ব অত্যুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তিনি কৃষ্ণরূপে কংস ও শিশুপাল প্রভৃতি অত্যাচারী রাজাকে বধ করেছেন। কুরু-পান্ডবের যুদ্ধের সময়ে ধর্মের পক্ষে পান্ডবদের

পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ সংকলিত হয়েছে। গীতা সনাতন ধর্মের প্রধান ও নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থ। এছাড়া বিষ্ণুপুরাণ, ভগবত পুরাণ প্রভৃতি পুরাণেও বিষ্ণুর বা কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।
বিষ্ণুপূজার গুরুত্ব অপরিসীম। বিষ্ণুর ভক্তদের বৈষ্ণব বলা হয়। বিষ্ণুকে স্মরণ করলে সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়। হৃদয় পবিত্র হয়। মনে শান্তি আসে । ভক্তগণ পরম শ্রদ্ধায় বিষ্ণুর উপাসনা করেন।

শিব

ঈশ্বর যে দেবতারূপে সংহার বা ধ্বংস করেন তাঁর নাম শিব। প্রকৃতপক্ষে শিব মঙ্গলের দেবতা। মঙ্গলের জন্য তিনি ধ্বংস করেন। তিনি ধ্বংস করে সমতা রক্ষা করেন। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র ও নৃত্যশাস্ত্রসহ বহু বিদ্যায় পারদর্শী।
বেদে সরাসরি শিবের উল্লেখ না থাকলেও শিবের অনুরূপ একজন দেবতার উল্লেখ আছে, তাঁর নাম রুদ্র । রুদ্র শত্রুপক্ষের বীরদের বিনাশ করেন, তিনি রোগ-ব্যাধি হরণ করেন। পুরাণে শিবকে মহাদেব বলা হয়েছে। শিব ত্রিমূর্তির অন্যতম। লৌকিক দেবতারূপেও শিবের পূজা প্রচলিত আছে।

শিবের রূপ

শিবের গায়ের রং তুষারের মতো সাদা। তাঁর মাথায় জটা আছে। তাঁর তিনটি চোখ। একটি চোখ কপালের মাঝখানে। তাঁর মাথার এক পাশে একটি বাঁকা চাঁদ রয়েছে। শিবের হাতে থাকে ডমরু ও শিঙ্গা নামক বাদ্যযন্ত্র এবং ত্রিশূল নামক অস্ত্র। তাঁর গলায় থাকে রুদ্রাক্ষের মালা। এছাড়া সর্প তাঁর অঙ্গের অলঙ্কার। শিবের বাহন বৃষ। শিবের অনেক নাম। যেমন – মহাদেব, ত্রিপুরারি, ভোলানাথ, বৈদ্যনাথ, নীলকণ্ঠ, আশুতোষ ইত্যাদি।

ছবি : শিব

শিবপূজার সময়

শিব পঞ্চ দেবতার অন্যতম। সকল দেবতার পূজা করার সময় শিবপূজা করা হয়। তবে বিশেষভাবে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে ঘটা করে শিবের পূজা করা হয়। এ তিথিকে শিবচতুর্দশী তিথি বলা হয়।

শিবের মাহাত্ম্য

শিব সংহারের পর সৃষ্টি করেন । শিব একজন মহান শিক্ষক। শিক্ষক হিসেবে তিনি নাট্য ও নৃত্যের নির্দেশনা দিয়েছেন। নাট্য ও নৃত্যের পারদর্শিতার জন্য তাঁকে নটরাজ বলা হয়। চিকিৎসায় দক্ষতার জন্য তাঁকে বৈদ্যনাথ বলা হয়। তিনি গজাসুরকে বধ করে তার চর্মকে পরিধেয় করেছেন। দেবতা ও দৈত্যরা একত্র হয়ে যখন সমুদ্র মন্থন করেছিলেন, তখন প্রথমে বিষ ওঠে। এই বিষ তিনি চুমুক দিয়ে পান করে কণ্ঠে রেখে দেন। এজন্য তাঁর কণ্ঠ নীল হয়ে যায়। তাই তাঁর এক নাম নীলকণ্ঠ। তিনি যক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। মহাভারতের কিরাত নামক অধিবাসীর বেশে তিনি অর্জুনের বীরত্ব পরীক্ষা করেছিলেন এবং অর্জুনকে অস্ত্র দিয়েছিলেন। শিবপুরাণসহ অনেক পুরাণে শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।
পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তরা শিবের পূজা করেন। শিবের উপাসকদের শৈব বলা হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	• সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ব্রহ্মার কৃতিত্ব আলোচনা কর। • দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনে বিষ্ণুর কৃতিত্ব বর্ণনা করুন। • শিবের বীরত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করুন ।

সারসংক্ষেপ :

ঈশ্বর যে রূপে সৃষ্টি করেন তাঁর নাম ব্রহ্মা। ব্রহ্মা থেকেই ব্রহ্মান্ড হয়েছে। ব্রহ্মা সম্পূর্ণ পৌরাণিক দেবতা হলেও বিভিন্ন বৈদিক দেবতার গুণ-কর্ম সম্মিলিত হয়ে ব্রহ্মার আবির্ভাব ঘটেছে। ব্রহ্মাপূজা প্রাত্যহিক পূজা নয়। বিশেষ দিনে বার-তিথি-নক্ষত্র অনুসারে ব্রহ্মাপূজা করা হয়। তিনি এই পৃথিবী ও পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।
ঈশ্বর যে রূপে সৃষ্টিকে পালন করেন তাঁর নাম বিষ্ণু। কৃষ্ণরূপে তাঁর কৃতিত্ব রয়েছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ সংকলিত হয়েছে। গীতা সনাতন ধর্মের প্রধান ও নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থ। বিষ্ণুকে স্মরণ করলে সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়। হৃদয় পবিত্র হয়। মনে শান্তি আসে।
ঈশ্বর যে দেবতারূপে সংহার বা ধ্বংস করেন তাঁর নাম শিব। প্রকৃতপক্ষে শিব মঙ্গলের দেবতা। মঙ্গলের জন্য তিনি ধ্বংস করেন। তিনি ধ্বংস করে সমতা রক্ষা করেন। পুরাণে শিবকে মহাদেব বলা হয়েছে। শিব ত্রিমূর্তির অন্যতম। লৌকিক দেবতারূপেও শিবের পূজা প্রচলিত আছে।

পাঠ-৫.৪ দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দুর্গার পরিচয় দিতে পারবেন।
- দুর্গার রূপের বর্ণনা করতে পারবেন।
- দুর্গার প্রণামমন্ত্র বলতে পারবেন।
- দুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- লক্ষ্মীর পরিচয় দিতে পারবেন।
- লক্ষ্মীর রূপের বর্ণনা করতে পারবেন।
- লক্ষ্মীর প্রণামমন্ত্র বলতে পারবেন।
- লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- সরস্বতীর পরিচয় দিতে পারবেন।
- সরস্বতীর রূপের বর্ণনা করতে পারবেন।
- সরস্বতীর প্রণামমন্ত্র বলতে পারবেন।
- সরস্বতীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	আদ্যাশক্তি, মহামায়া, দুর্গতি, নাশ, দুর্গম, মার্কন্ডেয়, মাহাত্ম্য, বর, বলীয়ান, বিতাড়িত, তেজোপুঞ্জ, মহিষাসুরমর্দিনী, মহামায়া, জয়দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, শূলিনী, গন্ধেশ্বরী, শাকম্ভরী, বনদুর্গা, কাত্যায়নী, অতসী, ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি, মন্থন, ভূষিত, বাদ্য, ছড়া, রক্তপদ্ম, অলংকার, অঙ্কুশ, স্বর্ণপদ্ম, পাশ, শুক্লপক্ষ, বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্ন, গোজাগরী, সঙ্গীত, নাট্যকলা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সৃষ্টিশীল, সুকুমার, শুভ্র, উপবিষ্ট, শ্বেতহংস, সর্বশুক্লা, পঞ্চমী, বীণাপাণি, বিশ্বরূপা, অধিকারিণী, অধিষ্ঠাত্রী, জাড্যাপহা, আলোকিত ইত্যাদি।

দুর্গা :

দুর্গা শক্তির দেবী । তিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া। তিনি মহাজাগতিক শক্তির অধিশ্বরী। তিনি দুর্গতি নাশ করেন বলে তাঁকে দুর্গা বলা হয়। আবার তিনি দুর্গম নামক অসুরকে নাশ করেছেন। এজন্য তাঁর নাম দুর্গা। দেবী দুর্গার বাহন সিংহ। দুর্গাপূজা হিন্দুদের সবচেয়ে বড় উৎসব।

মার্কন্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'শ্রীশ্রীচন্ডী' নামক গ্রন্থে দুর্গার সৃষ্টি কাহিনী ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাই দুর্গাপূজায় চন্ডী পাঠ করা হয়। শ্রীশ্রীচন্ডীতে বলা হয়ছে – ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে মহিষাসুর নামক এক অসুর দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য দখল করে। দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হন। স্বর্গরাজ ইন্দ্রসহ সকল দেবতারা মিলিত হয়ে ব্রহ্মা ও শিবের কাছে যান। তারপর ব্রহ্মার পরামর্শে সবাই মিলে বিষ্ণুর কাছে যান। মহিষাসুরের অত্যাচারের কাহিনী শুনে সবাই ক্রুদ্ধ হন। তাঁদের শরীর থেকে তেজ বের হতে থাকে। সকল দেবতাদের তেজ একত্রিত হয়ে এক তেজঃপুঞ্জের সৃষ্টি হয়। সেই তেজঃপুঞ্জ এক নারীর রূপ নেয়। এই নারীই দেবী দুর্গা। দুর্গার অনেক নাম – মহিষাসুরমর্দিনী, মহামায়া, জয়দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, শূলিনী, গন্ধেশ্বরী, শাকম্ভরী, বনদুর্গা, কাত্যায়নী ইত্যাদি রূপেও দুর্গা পূজিত হন।

দেবী দুর্গার রূপ

দেবী দুর্গার দশ হাত। তাঁর দশ হাত বলেই তাঁকে দশভুজা বলা হয়। তাঁর দশটি হাত ও তিনটি চোখ রয়েছে। এজন্য তাঁকে ত্রিনয়না বলা হয়। তাঁর বাম চোখ চন্দ্র, ডান চোখ সূর্য এবং কপালের উপর অবস্থিত চোখকে জ্ঞান চোখ বলা হয়। তাঁর হাতে দশটি অস্ত্র রয়েছে যা শক্তির প্রতীক। সবচেয়ে শক্তিধর প্রাণী সিংহ তাঁর বাহন। দেবী হিসেবে দুর্গার গায়ের রং অতসী ফুলের মতো সোনালী হলুদ। তিনি তাঁর দশ হাত দিয়ে দশ দিক থেকে অকল্যাণ দূর করেন এবং আমাদের কল্যাণ করেন। দেবী দুর্গার ডানদিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো যথাক্রমে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, বাণ ও শক্তি নামক অস্ত্র। বামদিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো যথাক্রমে শঙ্খ, ঢাল, ঘণ্টা, অঙ্কুশ ও পাশ। এ সকল অস্ত্র দেবী দুর্গার অসীম শক্তি ও গুণের প্রতীক।

ছবি : দেবী দুর্গা

দুর্গাপূজার সময়

বছরে দুবার দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শরৎকালে ও বসন্তকালে। শরৎকালে অনুষ্ঠিত হয় বলে দুর্গাপূজাকে শারদীয় দুর্গাপূজা বলে।

বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হয় বলে দুর্গাপূজাকে বাসন্তী দুর্গাপূজা বলে। তবে শারদীয় দুর্গাপূজা প্রসিদ্ধ। শারদীয় দুর্গাপূজা আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

দুর্গার প্রণামমন্ত্র

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে।। (শ্রীশ্রীচন্ডী, ১১/১০/১১)

সরলার্থ

হে সকল প্রকার মঙ্গলদায়িনী, মঙ্গলময়ী, সর্বার্থসাধিকা, ত্রিনয়না, গৌরী, নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।

দুর্গার মাহাত্ম্য

দেবী দুর্গা ঈশ্বরের শক্তি। তাঁকে আদ্যাশক্তি বলা হয়। তিনি মহামায়া। পৃথিবীর জীব ও জগতের মধ্যে যে মায়া তা মহামায়ারই মায়া। দেবী-পুরাণসহ অনেক পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রে দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। বেদেও দুর্গার উল্লেখ আছে।

দুর্গা যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে থাকেন। দশ হাতের অস্ত্র দিয়ে তিনি যুদ্ধ করে থাকেন। ধার্মিককে তিনি রক্ষা করেন এবং অধার্মিককে বিনাশ করেন।

সর্ব প্রথমে বসন্তকালে বাসন্তী দুর্গাপূজা হতো। রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য বসন্তকালে দুর্গাপূজা করেছিলেন। রাজা শ্রীরামচন্দ্র অকালে অর্থাৎ বসন্তকাল ছাড়া অন্য একটি কালে – শরৎকালে দুর্গাপূজা করেন। শারদীয় দুর্গাপূজাই প্রসিদ্ধ। এ পূজা হিন্দুদের সবচেয়ে বড় পূজা এবং বড় ধর্মীয় উৎসব। এসময় প্রকৃতি ও মানব মনে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। দুর্গাপূজার সময় মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

দেবী দুর্গা আমাদের শক্তি ও সাহস দাতা। তিনি আমাদের দুর্গতি ও দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ করেন। কোথাও যাত্রা করার সময় 'দুর্গা দুর্গা' বলে যাত্রা করতে হয়। তাহলে যাত্রায় শুভ হয়।

দুর্গা মুহিষাসুর ছাড়া অনেক অসুর বধ করেছেন। যে-কোনো অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবিধানের সময় দেবী দুর্গা আমাদের প্রেরণা।

লক্ষ্মী

লক্ষ্মী একজন পৌরাণিক দেবী। ঈশ্বর যে শক্তিরূপে ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন সে দেবীই লক্ষ্মী । তিনি ধন-সম্পদ, সুখ ও সমৃদ্ধি দান করেন। প্রত্যেক হিন্দুবাড়িতেই লক্ষ্মী পূজা করা হয়। তিনি আমাদের ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বোঝার ক্ষমতা দান করেন। পুরাণে আছে দেবতা ও দৈত্যরা মিলে একবার সমুদ্র মন্থন করেন। সেই সমুদ্র মন্থনের সময় লক্ষ্মী দেবী সমুদ্র থেকে উঠে আসেন। পুরাণে লক্ষ্মীকে নারায়ণের স্ত্রীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। লক্ষ্মীপূজায় ঘণ্টা বাদ্য নিষিদ্ধ।

লক্ষ্মীর রূপ

লক্ষ্মী দেবী অতুলনীয় সুন্দরী। তিনি গৌরবর্ণা। তাঁর দুটি হাত। ডান হাতে পদ্ম ফুল। বাম হাতে শস্যের ছড়া। বাঁ কোলে ধন-সম্পদের পাত্র। লক্ষ্মী দেবী সর্ব প্রকার অলংকারে ভূষিত। মাথায় সোনার মুকুট। তিনি রক্তপদ্ম আসনে উপবিষ্ট। পুরাণে লক্ষ্মী দেবীর আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায়, লক্ষ্মী দেবীর চার হাত। তাঁর এক হাতে পাশ (দড়ির ফাঁস) ও অক্ষমালা। আরেক হাতে পদ্মফুল ও অঙ্কুশ (হাতি-চালনার দন্ড)। একটি হাতে স্বর্ণপদ্ম। একটি ডান হাত তুলে তিনি ভক্তকে দান করছেন বর ও অভয়। তাঁর বাহন লক্ষ্মী পেঁচা।

ছবি : লক্ষ্মী দেবী

লক্ষ্মীপূজার সময়

লক্ষ্মী দেবীর পূজা নিত্য পূজা। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ও রাতে লক্ষ্মী দেবীর পূজা করা হয়। এছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে বিশেষভাবে লক্ষ্মীপূজা পূজা করা হয়। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে প্রতিমা নির্মাণ করে ঘটা করে পূজা করা হয়।

এ পূর্ণিমাকে লক্ষ্মীপূর্ণিমা বা গোজাগরী পূর্ণিমা বলা হয়। দুর্গাপূজার সময়ও লক্ষ্মীপূজা করা হয়।

লক্ষ্মীর প্রণামমন্ত্র

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোহস্তু তে।।

সরলার্থ

হে দেবী কল্যাণী, তুমি সকলকে শুভ ফল দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করছি। আমাকে সর্বপ্রকারে রক্ষা কর মা।

লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য

লক্ষ্মী দেবী ঈশ্বরের ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করেন। তিনি আমাদের শুধু পার্থিব ধন-সম্পদই দান করেন না, তিনি আমাদের ঈশ্বরভক্তি দেন, ঈশ্বরের বিরাটত্ব ও মহিমাকে, ঐশ্বর্য বোঝার ক্ষমতা দান করেন। লক্ষ্মী দেবী সমুদ্র সম্ভবা অর্থাৎ তিনি সমুদ্রের মতো বিশাল। ভাগবতে লক্ষ্মী দেবীকে 'জীবনোপায়রূপিণী' বলা হয়েছে। লক্ষ্মী দেবী সর্বজীবের জীবন ধারণের জন্য জীবিকার উপায় করে দেন।

লক্ষ্মী দেবীর সৌন্দর্য শান্ত ও সৌম্য। এই সৌন্দর্য মনে শ্রদ্ধা ও প্রশান্তি জাগিয়ে তোলে। তাই শান্ত-সুন্দর কোনো মেয়েকে বলে 'লক্ষ্মী মেয়ে'। ধর্মগ্রন্থে লক্ষ্মী দেবী নিজেই বলেছেন – ঈশ্বর, পিতা-মাতা, গুরু, অতিথি প্রভৃতিকে যে সকল বাড়িতে শ্রদ্ধা করা হয় না, তিনি সে সকল বাড়িতে কখনও প্রবেশ করেন না। এছাড়া যে সকল বাড়িতে ঝগরাটে, বিশ্বাসঘাতক,

কৃতঘ্ন এবং নেই নেই বলে হাহাকার করে এমন লোক থাকে লক্ষ্মী দেবী সে সকল বাড়িতেও যান না। লক্ষ্মী দেবী সন্তুষ্ট হলে অমাদের জীবন সমৃদ্ধ হয়।

সরস্বতী

সরস্বতী জ্ঞানের দেবী। অপরদিকে ঈশ্বর যে শক্তিরূপে জ্ঞানকে প্রকাশ করেন, তাঁর নামই দেবী সরস্বতী। সরস্বতী বিদ্যার দেবী। বেদে সরস্বতী দেবীর উল্লেখ আছে। সেখানে তিনি নদী স্বরূপা। পুরাণে সরস্বতী দেবীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সরস্বতী সঙ্গীত, নাট্যকলা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি সকল প্রকার সৃষ্টিশীল বা সুকুমার শিল্প এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দেবী। তিনি আমাদের সকল প্রকার জ্ঞান দান করেন।

সরস্বতীর রূপ

সরস্বতী দেবীর গায়ের রং শুক্ল বা শুভ্র অর্থাৎ সাদা। চন্দ্রের মতো শোভা তাঁর। শুক্ল তাঁর বসন। সরস্বতী দেবী শ্বেতপদ্মের উপর উপবিষ্ট থাকেন। তাঁর হাতে পুস্তক ও বীণা। বীণা হাতে থাকে বলে সরস্বতী দেবীর আরেক নাম বীণাপাণি। তাঁর বাহন শ্বেতহংস। সবকিছু মিলে সরস্বতী দেবী সর্বশুক্লা।

ছবি : সরস্বতী দেবী

সরস্বতীপূজার সময়

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী দেবীর পূজা করা হয়। এ পঞ্চমী তিথিকে শ্রীপঞ্চমী তিথি বলা হয়। দুর্গাপূজার সময়ও সরস্বতীপূজা করা হয়।

সরস্বতীর প্রণামমন্ত্র

ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমো হস্তু তে।।

সরলার্থ

হে মহাভাগ সরস্বতী, বিদ্যাদেবী, পদ্মফুলের মতো চক্ষুবিশিষ্টা, হে বিশ্বরূপা, বিশাল চোখের অধিকারিণী, আমাকে বিদ্যা দাও। তোমাকে প্রণাম।

সরস্বতীর মাহাত্ম্য

বেদে সরস্বতী জ্যোতিস্বরূপ। বেদে নদী ও দেবী রূপেও সরস্বতীর নামকরণ করা হয়েছে। পুরাণে সরস্বতী বাগ্‌দেবী ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বর্ণিত। সরস্বতী বিশেষভাবে বিদ্যার্থীদের উপাস্য দেবী। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে সাড়ম্বরে সরস্বতীপূজা করা হয়। শিল্পকলার দেবীরূপে সরস্বতী কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, অভিনেতা, নৃত্য শিল্পীসহ কলাকারদের দ্বারা গভীর শ্রদ্ধার সাথে পূজিত হন।

সরস্বতী সর্বশুক্লা, সুচিতা ও পবিত্রতার প্রতীক। তাই যে জ্ঞান অর্জন করতে চায় তাকেও মনে-প্রাণে শুদ্ধ ও পবিত্র হতে হবে। নইলে সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন করা যায় না। সরস্বতীর বাহন রাজহাঁস। রাজহাঁসকে জল আর দুধ মিশিয়ে দিলে দুধ গ্রহণ করে জল ত্যাগ করে। জ্ঞানী তেমনি জ্ঞানের জগৎ থেকে অসার বস্তু বাদ দিয়ে সার গ্রহণ করেন। সরস্বতী দেবীকে বলা হয়েছে 'জাড্যাপহা'। জাড্য মানে জড়তা। এখানে জাড্য মানে মূর্খতা। অপহা মানে বিনাশকারিণী। সরস্বতী দেবী আমাদের মূর্খতা দূর করে আমাদের মন জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে।

পুরাণে সরস্বতী দেবীর কৃতিত্ব ও মাহাত্ম্যের অনেক কাহিনী আছে। এমন অনেক উপাখ্যানে দেখা যায়, অনেক মূর্খ ব্যক্তি সরস্বতীর কৃপা লাভ করে বিখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিক-মহাকবি হয়েছেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	• শক্তির প্রতীক হিসেবে দেবী দুর্গার কৃতিত্ব বিশ্লেষণ কর। • সামাজিক ও পারিবারিক দিক থেকে লক্ষ্মী পূজার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন। • একজন বিদ্যার্থী হিসেবে সরস্বতী পূজার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ :

দুর্গা শক্তির দেবী । তিনি দুর্গতি নাশ করেন বলে তাঁকে দুর্গা বলা হয়। আবার তিনি দুর্গম নামক অসুরকে নাশ করেছেন। এজন্য তাঁর নাম দুর্গা। মার্কন্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'শ্রীশ্রীচন্ডী' নামক গ্রন্থে দুর্গার সৃষ্টি কাহিনী ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাই দুর্গাপূজায় চন্ডী পাঠ করা হয়। সর্ব প্রথমে বসন্তকালে বাসন্তী দুর্গাপূজা হতো। পরে রাজা শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে দুর্গাপূজা করেন। দুর্গাপূজা হিন্দুদের সবচেয়ে বড় উৎসব। ধার্মিককে তিনি রক্ষা করেন এবং অধার্মিককে বিনাশ করেন।

লক্ষ্মী ঐশ্বর্য প্রকাশকারী দেবী। তিনি ধন-সম্পদ, সুখ ও সমৃদ্ধি দান করেন। প্রত্যেক হিন্দুবাড়িতেই লক্ষ্মী পূজা করা হয়। লক্ষ্মী দেবীর পূজা নিত্য পূজা। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ও রাতে লক্ষ্মী দেবীর পূজা করা হয়। এছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে বিশেষভাবে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে প্রতিমা নির্মাণ করে ঘটা করে পূজা করা হয়।

সরস্বতী জ্ঞানের দেবী। অপরদিকে ঈশ্বর যে শক্তিরূপে জ্ঞানকে প্রকাশ করেন, তাঁর নামই দেবী সরস্বতী। তিনি আমাদের সকল প্রকার জ্ঞান দান করেন। সরস্বতী বিশেষভাবে বিদ্যার্থীদের উপাস্য দেবী। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে সাড়ম্বরে সরস্বতীপূজা করা হয়। শিল্পকলার দেবীরূপে সরস্বতী কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, অভিনেতা, নৃত্যশিল্পীসহ কলাকারদের দ্বারা গভীর শ্রদ্ধার সাথে পূজিত হন। সরস্বতী দেবী আমাদের মূর্খতা দূর করে আমাদের মনকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে।

পাঠ-৫.৫ পূজা এবং ব্রতকথা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্রত ও পূজা কী তা বলতে পারবেন।
- শিবরাত্রিব্রতের পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পূজার সাধারণ বিধি-বিধান সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পূজার উপচার সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পূজা ও ব্রতের মধ্যে পার্থক্য কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	ব্রত, পুণ্যলাভ, ইষ্টলাভ, পাপক্ষয়, মনস্কামনা, পুষ্পকর্ম, মানসে, মঙ্গলচন্ডীব্রত পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, পুনরাচমনীয়

ব্রতকথা এবং পূজা

নিয়মপূর্বক অনুষ্ঠেয় সৎকর্ম হলো ব্রত। পুণ্যলাভ, ইষ্টলাভ, পাপক্ষয়, মনস্কামনা পূরণ প্রভৃতির জন্য বিশেষ বিশেষ দেবতার উদ্দেশ্যে আয়োজিত ধর্মানুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ব্রত পালন করা হয়। যে দেবতার ব্রত করা হয়, তাঁর মাহাত্ম্য-প্রকাশক কাহিনীও ব্রতের সময় শোনানো হয়।

'পূজা' শব্দটির অর্থ আরাধনা বা উপাসনা। ভক্তি-শ্রদ্ধাভরে দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদন হলো পূজা। পুষ্প, তুলসীপত্র, বিল্বপত্র, চন্দন প্রভৃতি পূজার উপকরণ দিয়ে দেব-দেবীর পূজা করা হয়।

ছবি : পূজার উপকরণসমূহ

ব্রত ও পূজা করলে দেব-দেবীগণ সন্তুষ্ট হন। আর দেব-দেবীগণ সন্তুষ্ট হলে ঈশ্বরও সন্তুষ্ট হন। কারণ দেব-দেবীগণ ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ গুণ ও শক্তির প্রকাশ।

কোনো বিশেষ মনস্কামনা সিদ্ধির মানসে বিভিন্ন ধরনের ব্রতানুষ্ঠান করা হয়। যেমন – শিবরাত্রিব্রত, ষষ্ঠীব্রত, সূর্যব্রত, মঙ্গলচণ্ডীব্রত, চন্দ্রায়ণ প্রভৃতি।

শিবরাত্রিব্রত

স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে, মাঘ মাসের শেষে ফাল্গুন মাসের প্রথম কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীই শিবচতুর্দশী। অপরদিকে মাঘী পূর্ণিমার পরের চতুর্দশীই শিবচতুর্দশী। পূর্বদিনে রাত্রিযোগে চতুর্দশী তিথি না পড়লে, যদি পরের দিন সন্ধ্যায় চতুর্দশী তিথি পড়ে, তাহলে পরের দিনই শিবরাত্রিব্রত হবে। শিবরাত্রিতে উপবাসই প্রধান কর্তব্য। শিব নিজে বলেছেন– স্নান, বস্ত্র, ধূপ বা পুষ্পাদি দিয়ে অর্চনা করলে আমি যতটা সন্তুষ্ট হই, উপবাস করলে তার চেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হই।

শিবরাত্রিব্রত পদ্ধতি

দেহশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, স্বস্তিবাচন প্রভৃতি নিত্যক্রিয়া সমাধা করার পর সংকল্প করতে হয়।

এরপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করে গণেশাদি দেবতার পূজা করে শিব পূজা করতে হয়। শিবের প্রতিষ্ঠিত প্রতীক পূজা করলে বিসর্জন নেই।

তবে মৃত্তিকা নির্মিত হলে চক্ষুদান, প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জন প্রভৃতি যথানিয়মে করতে হয়।

ছবি : শিবলিঙ্গ

চার প্রহরে চারবার পূজা এবং শিব প্রতীককে জল দিয়ে 'ওঁ পশুপতয়ে নমঃ' বলে স্নান করাতে হবে। পরে আবার বিশেষ দ্রব্যে স্নান করাতে হবে।

প্রথম প্রহরে দুগ্ধ দ্বারা 'ওঁ হৌং ঈশানায় নমঃ' – এমন্ত্র উচ্চারণ করে শিব প্রতীককে স্নান করাতে হবে। দ্বিতীয় প্রহরে দধি দ্বারা 'ওঁ হৌং অঘোরায় নমঃ' – এমন্ত্রে স্নান করাতে হবে। তৃতীয় প্রহরে ঘৃত দ্বারা 'ওঁ হৌং রামদেবায় নমঃ' – এমন্ত্রে স্নান করাতে হবে। চতুর্থ প্রহরে মধু দ্বারা 'ওঁ হৌং সদ্যোজাতায় নমঃ' – এমন্ত্রে শিব প্রতীককে স্নান করাতে হবে। প্রতি প্রহরের পূজায় বিশেষ বিশেষ মন্ত্র আছে।

পূজা শেষে শিবপূজায় বিশেষ ব্রত কথা শোনা, স্তবাদি পাঠ এবং রাত্রি জাগরণ করতে হয়। পরের দিন যথানিয়মে পারণ বা ভোজন করতে হয়।

শিবের প্রণামমন্ত্র

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং গতিস্ত্বং পরমেশ্বর।।

সরলার্থ

মঙ্গলময়, শান্ত এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ- এই কারণত্রয়ের হেতু শিবকে নমস্কার। তাঁর কাছে নিজেকে নিবেদন করছি। হে পরমেশ্বর, তুমিই আমার গতি।

পূজা

'পূজা বলতে বোঝায় পুষ্পকর্ম'। অর্থাৎ পুষ্প, বিল্বপত্র, চন্দন, দূর্বা, আতপচাল প্রভৃতি দিয়ে দেব-দেবীকে আরাধনা ও অর্চনা করাকে পূজা বলে। ভক্ত সর্বদা ঈশ্বরকে কাছে পেতে চায়, তাঁর কাছে মনের আবেগ জানাতে চায়। ভক্ত এই বাসনা পূরণের জন্য পূজা করে থাকে।

বৈদিক যুগে উপাসনা ছিল যজ্ঞ ভিত্তিক। কিন্তু পৌরাণিক যুগে ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তির সাকার রূপ হিসেবে দেব-দেবীর পূজা করে থাকে। ঋষিরা ধ্যানে দেবতার রূপ প্রত্যক্ষ করে মন্ত্রে সেই বর্ণনা করেছেন। মন্ত্র, শ্লোক, স্তব-স্তোত্রে বর্ণিত দেবতার সেই রূপকে প্রতিমার আকারে প্রত্যক্ষ রূপ দিয়ে পূজা করা হয়। দেবতার মাধ্যমেই এই পূজা ঈশ্বর গ্রহণ করেন। দেবতার মূর্তির মধ্যে তখন দেবতার শক্তির অবির্ভাব হয়েছে এই বোধ জাগ্রত হয়। এভাবে ভক্ত আত্মসমর্পণ করে বিভোর

থাকে ঈশ্বরের ধ্যানে। মৃত্তিকা, কাঠ, ধাতু নির্মিত প্রতিমার মধ্য দিয়ে চৈতন্যের পূজা করে। পূজা ও সাকার উপাসনার এটাই বিশেষত্ব। আবার হিন্দুধর্মে বহুদেবতার পূজা প্রচলন থাকলেও হিন্দুধর্ম বহু ঈশ্বরবাদী নয়। দেবতারা ঈশ্বর নন। দেবতারা হলেন এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও ক্ষমতার সাকার রূপ।

দেব-দেবীর পূজা প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহ, প্রতিমাস বছরের বিশেষ সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা হয়। তবে কতগুলো করণীয় আছে তা পূজার সময় করে নিতে হয়। পূজার বিভিন্ন বিধি-বিধান রয়েছে এখন সে বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করছি –

পূজার সাধারণ বিধি-বিধান

পূজার আধার : ঘট, বিগ্রহ বা প্রতিমা, যজ্ঞের বেদী, অগ্নি, জল, যন্ত্র (কোনো পাত্রে অঙ্কিত বিশেষ প্রতীকী চিহ্ন), চিত্র, মন্ডল এবং হৃদয়। বর্তমানে প্রতিমা, চিত্র, ঘট প্রভৃতি আধারে পূজা করার রীতিই সমধিক প্রচলিত।

পূজার উপচার বা উপকরণ

পুষ্প, দূর্বা, বিল্বপত্র, তুলসীপত্র, চন্দন, আতপচাল, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য – পূজার প্রধান উপাচার বা উপকরণ। পঞ্চোপচার, দশোপচার বা ষোড়শোপচারে পূজা করা হয়। সাধারণত পঞ্চ বা দশ উপচারে দেবতার পূজা করা হয়। তবে বিশেষ পূজায় দেবতাকে ষোড়শ উপচারে পূজা করা হয়।

পঞ্চোপচার : ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প ও নৈবেদ্য এই পাঁচটি হচ্ছে পঞ্চোপচার।

দশোপচার : পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য – এই দশটি হচ্ছে দশোপচার।

ষোড়শোপচার : রজতাসন (রূপার অসন), স্বগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, বস্ত্র, আভরণ গন্ধ, পুষ্প ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয় ও তাম্বুল – এই ষোলোটি উপচার হচ্ছে ষোড়শোপচার।

ষোড়শ উপচারের পূজার অন্যতম উপকরণ হচ্ছে মধুপর্ক। এই মধুপর্ক – দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনি এবং কিঞ্চিৎ জলের সংমিশ্রণে তৈরী করা হয়। এক এক দেবতা এক এক প্রকার পত্র-পুষ্প বেশি ভালোবাসেন, আবার কোনো কোনো পত্র-পুষ্প পছন্দ করেন না। যেমন – শিব পূজায় ধুতরা ও আকন্দ, নারায়ণ পূজায় শ্বেত পুষ্প, দুর্গা পূজায় রক্ত বর্ণ পুষ্প প্রশস্ড়। বিষ্ণু বা নারায়ণকে অবশ্যই তুলসী পত্র দিয়ে পূজা করতে হবে। শিব বিল্বপত্র পছন্দ করেন। আবার নারায়ণপূজা ও সূর্যপূজায় বিল্বপত্র নিষিদ্ধ।

পূজায় বাদ্যযন্ত্র

দেব-দেবীদের পূজায় বাদ্যের প্রযোজন হয়। পূজায় ঘণ্টা, ঢাক, ঢোল, সানাই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। ঘণ্টাকে বলা হয় 'সকল বাদ্যময়ী'। অন্য বাদ্যের অভাবে শুধু ঘণ্টা বাজিয়েই পূজা করা যায়। তবে এক এক দেবতার পূজায় এক এক বাদ্য নিষিদ্ধ। যেমন – লক্ষ্মীপূজায় ঘণ্টা বাজানো নিষেধ, শিবপূজায় করতল, দুর্গাপূজায় বাঁশি, ব্রহ্মাপূজায় ঢাক এবং সূর্যপূজায় শঙ্ক বাজানো নিষেধ।

পূজা পদ্ধতি

প্রতিমা, পট বা চিত্রে পূজা করতে হলে দেবতার প্রথমে চক্ষুদান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সাধারণ বা নিত্য পূজায় সংক্ষেপে এবং বিশেষ পূজায় বিশেষ মন্ত্রে ঘট স্থাপনের বিধান রয়েছে। পূজা করার সময় কতগুলো বিষয় ক্রমানুসারে করা যেতে পারে। যেমন –

আচমন : প্রথমে আচমন করতে হয়। ওঁ মন্ত্র উচ্চারণ করে তিনবার জলস্পর্শ করলে সংক্ষেপে আচমন হয়।

বিষ্ণুস্মরণ : আচমনের পর বিষ্ণুস্মরণ করতে হয়।

বিষ্ণুস্মরণ মন্ত্র :

ওঁ তদ্‌বিষ্ণো পরমং পদং পশ্যন্ড়ি সূরয়ঃ।
দিদিব চক্ষুরাততম্।।
ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ।

সরলার্থ

দ্যুলোকের চক্ষুর মতো বিস্ড়ৃত সেই বিষ্ণুর পরম পদ মেধাবীগণ সর্বদা প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

সূর্যার্ঘ্য ও সূর্যপ্রণাম : তারপর সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দিয়ে সূর্যকে প্রণাম করতে হয়।

স্বস্তিবচন :

এরপর স্বস্তিবচন মন্ত্র পাঠ করতে হয়। 'স্বস্তি' শব্দের অর্থ হচ্ছে মঙ্গল। স্বস্তিবচনের সময় বাদ্য বাজাতে ও উলুধ্বনি দিতে হয়।

স্বস্তিবচনের পর যথাক্রমে সংকল্প, ঘটস্থাপন, সামান্যার্ঘ্য, দ্বারদেবতার পূজা, ভূতাপসারণ, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, করশুদ্ধি প্রভৃতি করতে হয়।

অতঃপর গণেশ, শিব, সূর্য, অগ্নি, বিষ্ণু বা নারায়ণ ও জয় দুর্গা – এই দেবতাদের পূজা পঞ্চ উপচারে করণীয়।

এ সকল দেবতাদের পূজা শেষে ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস ও প্রাণায়াম করতে হয়। ভূতশুদ্ধি হচ্ছে পরমাত্মা বা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার মিলনাত্মক ধ্যান। আর প্রাণায়াম হচ্ছে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের বিশেষ প্রক্রিয়া। প্রাণায়াম এক ধরনের যোগব্যায়ামও বটে। এতে প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রাণায়ামের পর করতে হয় করন্যাস ও অঙ্গন্যাস। ন্যাসের দ্বারা শরীর দেবময় হয়। অর্থাৎ নিজের দেহে দেবতা অধিষ্ঠিত এই বোধ জাগ্রত হয়।

তারপর যে বিশেষ দেবতার পূজা করা হবে, তাঁর ধ্যান করতে হয়। ধ্যানের জন্য নির্দিষ্ট মন্ত্র আছে। অতঃপর মানসপূজা। মানসপূজা হচ্ছে বাহ্য পূজার বিধি অনুসারে মনে মনে ক্রমানুসারে পূজা করা। বাক্য, মন, হৃদয় দ্বারা মানসপূজা করণীয়। এরপর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করে পুনরায় করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করতে হয় এবং আবার ধ্যান করতে হয়। ধ্যানের জন্য সুনির্দিষ্ট মন্ত্র আছে। ধ্যান শেষে যে দেবতার পূজা বিশেষভাবে করা হচ্ছে তাঁকে নির্দিষ্ট মন্ত্রে আহ্বান জানাতে হয়। যেমন–

'ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, মম পূজাং গৃহাণ'

অর্থাৎ – দেবতা, তুমি এখানে এস, এখানে অবস্থান কর এবং আমার পূজা গ্রহণ কর।

অতঃপর পঞ্চ বা দশোপচারে উদ্দিষ্ট দেবতার পূজা করে, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, বীজমন্ত্র জপ, বিসর্জন ও প্রণাম মন্ত্র পাঠ করতে হয়। পূজা শেষে পুরোহিতকে দক্ষিণা দান করতে হয়। তারপর পূজায় ত্রুটি ঘটে থাকলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং পূজার সফলতা কামনা করে নারায়ণকে প্রণাম করে পূজা সমাপন করতে হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	• **শিবচতুর্দশীর তাৎপর্য আলোচনা করুন।**

সারসংক্ষেপ :

'ব্রত' বলতে বোঝায় পুণ্যলাভ, ইষ্টলাভ, পাপক্ষয়, মনস্কামনা পূরণ প্রভৃতির জন্য বিশেষ বিশেষ দেবতার উদ্দেশ্যে আয়োজিত ধর্মানুষ্ঠান। ভক্তি-শ্রদ্ধাভরে দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদন হলো পূজা। পুষ্প, তুলসীপত্র, বিল্বপত্র, চন্দন প্রভৃতি পূজার উপকরণ দিয়ে দেব-দেবীর পূজা করা হয়। ব্রত ও পূজা করলে দেব-দেবীগণ সন্তুষ্ট হন। আর দেব-দেবীগণ সন্তুষ্ট হলে ঈশ্বরও সন্তুষ্ট হন। কারণ দেব-দেবীগণ ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ গুণ ও শক্তির প্রকাশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ইউনিট : ৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. নিচের কোন দেবতার পূজা প্রতিদিনই করা হয় ?

ক. ব্রহ্মা খ. বিষ্ণু

গ. দুর্গা ঘ. সরস্বতী

২. বেদের ওপর ভিত্তি করে নিচের কোন ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছে?

ক. গীতা খ. চন্ডী
গ. পুরাণ ঘ. রামায়ণ

৩. বৈদিক ঋষিরা বিশ্বব্রহ্মান্ডের কার্যাবলিকে কী মনে করতেন?
ক. মহোৎসব খ. বৃহৎযজ্ঞ
গ. মহাকীর্তন ঘ. বৈদিক ক্রিয়া

৪. দেবতাগণ কার মুখে ভোজন করেন?
ক. ব্রহ্মামুখে খ. বিষ্ণুমুখে
গ. ইন্দ্রমুখে ঘ. অগ্নিমুখে

৫. ধ্যানলব্ধ দেবতারা পেয়েছেন –
ক. বৈদিক মূর্তি খ. পৌরাণিক মূর্তি
গ. ধ্যানানুসারী মূর্তি ঘ. জ্ঞানময় মূর্তি

৬. শীতলা দেবীর বাহন ?
ক. অশ্ব খ. সিংহ
গ. হাতি ঘ. গর্দভ

৭. গৃহ্যসূত্রে ব্রহ্মার কয়টি নাম আছে ?
ক.পাঁচটি খ. ছয়টি
গ. সাতটি ঘ. আটটি

৮. পৃথিবীর সবকিছু কে সৃষ্টি করেছেন ?
ক.অগ্নি খ.ইন্দ্র
গ. ব্রহ্মা ঘ. বরুণ

৯. বিষ্ণুর শঙ্খের নাম কী ?
ক. দেবদত্ত খ. অনন্তবিজয়
গ. পাঞ্চজন্য ঘ. মণিপুষ্পক

১০. বিষ্ণুর ভক্তদের কী বলা হয়?
ক শৈব খ.শাক্ত
গ.মতুয়া ঘ. বৈষ্ণব

১১. কে নৃত্যবিদ্যায় পারদর্শী ?
ক.অগ্নি খ.ইন্দ্র
গ. ব্রহ্মা ঘ. শিব

১২. শিবের গলায় থাকে কিসের মালা ?
ক. হরীতকী খ. সোনা
গ. রূপা ঘ. রুদ্রাক্ষ

১৩. দেবী দুর্গার গায়ের রং কোন ফুলের মতো?
ক. জবা খ. সোনালী
গ. অতসী ঘ. রক্ত জবা

১৪. কোন পুরাণে দুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে ?
ক. পদ্মপুরাণ খ মার্কন্ডেয়পুরাণ
গ. শিবপুরাণ ঘ. বিষ্ণুপুরাণ

১৫. লক্ষ্মী পূজায় কোন বাদ্য নিষিদ্ধ ?

ক. ঘণ্টা খ. ঢাক
গ. ঢোল ঘ. করতাল

১৬. লক্ষ্মী দেবী কোন আসনে উপবিষ্ট?
ক. পদ্মাসনে খ রক্তপদ্মাসনে
গ. স্বর্ণাসনে ঘ. কাষ্ঠাসনে

১৭. দেবী সরস্বতী আমাদের কী দান করেন ?
ক. ধন খ. শক্তি
গ. বিদ্যা ঘ. ভক্তি

১৮. জাড্য শব্দের অর্থ কী ?
ক. যত্ন খ মূর্খতা
গ. জড়তা ঘ. জমিন

১৯. বৈদিক দেবতাদের কথা কোথায় উল্লেখ আছে ?
ক. পুরাণে খ. গীতায়
গ. রামায়ণে ঘ. বেদে

২০. দেবতাদের দূত কে?
ক. ব্রহ্মা খ. অগ্নি
গ. শিব ঘ. ইন্দ্র

২১. প্রতিদিন কোন দেবতার পূজা করা হয় ?
i. ব্রহ্মা
ii. বিষ্ণু iii. শিব

নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i খ. ii
গ. ii, iii ঘ. i , ii ও iii

 # নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন ২২, ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :
ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয়। এদের মধ্যে অন্যতম অগ্নি, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী। প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দেব-দেবীর আরাধনার পদ্ধতি অনন্য।

২২. সরস্বতী কিসের দেবী ?
ক. শক্তির খ. বিদ্যার
গ. ধনের ঘ. শান্তির

২৩. অগ্নি পূজার কারণ –
i. তিনি গৃহপতি
ii. তিনি ঋত্বিক
iii. তিনি হোতা

নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i খ. ii
গ. ii, iii ঘ. i , ii ও iii

২৪. দেব-দেবীর আরাধনার পদ্ধতি অনন্য কেন ?

ক. তাঁরা ঈশ্বরের সাকার রূপ
খ. তাঁরা ঈশ্বরের নিরাকার রূপ
গ. তাঁরা ঈশ্বরের বাস্তব রূপ
গ. কোনোটিই না

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১.স্বর্গলোকের দেবতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন ।
২. ঊষাকালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কে এবং কেন ?
৩. সরস্বতীর প্রণাম মন্ত্রটি ব্যাখ্যা করুন ।
৪. দুর্গার দশ হাতে অস্ত্র কেন ? ব্যাখ্যা করুন।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. হিন্দুধর্মের দেব-দেবীর ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
২. শিবচতুর্দশীর তাৎপর্য আলোচনা করুন।
৩. উৎসব মানবমনে কী কী প্রভাব ফেলে ব্যাখ্যা করুন।

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

চন্দনাদেবী একজন ধর্মপ্রাণ শিক্ষক। তিনি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দেব-দেবী সম্পর্কে বলতে গিয়ে দেবী দুর্গা সম্পর্কে বললেন। কীভাবে কখন দুর্গা পূজা করতে হয় সে সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করলেন। তিনি বললেন দেবী দুর্গা ঈশ্বরের আদ্যাশক্তি। তাঁর আগমনে প্রকৃতি ও মানবমনে অন্য রকম সাড়া জাগে ।

ক. দুর্গাপূজা কখন হয় ?

খ. দুর্গাপূজা করা হয় কেন ?

গ. চন্দনাদেবীর বক্তব্য আপনার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা করুন?

ঘ. দেবী দুর্গার আগমনে প্রকৃতি ও মানবমনে যে রকম সাড়া জাগে আপনার পাঠ্যাংশের আলোকে বিশ্লেষণ করুন?

উত্তরমালা : ইউনিট-৫

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১. খ ২. গ ৩. খ ৪. ঘ ৫. গ ৬. ঘ ৭. খ ৮. গ ৯. গ ১০. ঘ ১১. ঘ ১২. ঘ ১৩. গ ১৪. খ ১৫. ক ১৬. খ ১৭. ঘ ১৮. খ ১৯. ঘ ২০. গ ২১. গ ২২. খ ২৩. ঘ ২৪. ক